।। ওঁ শ্রী পরমাত্মনে নমঃ।।

।। অথ পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ।।

মহাপুরুষগণ বিভিন্ন দৃষ্টান্ত দ্বারা সংসারকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। কেউ ভবাটবী বলেছেন, কেউ সংসার-সাগর বলেছেন। অবস্থা-ভেদে একেই ভবনদী ও ভবকূপও বলা হয়েছে এবং কখনও এর তুলনা গো-পদ-এর সঙ্গে করা হয়েছে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহের আয়তন যৎ, সংসারও তৎটুকুই এবং শেষে এমন অবস্থা আসে যে (**'নাম লেত ভব সিন্ধু সুখাহীঁ।'**) নাম নিলেই ভবসিন্ধু শুকিয়ে যায়। এরূপ সমুদ্র সংসারে আছে কি? যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণও সংসারকে সমুদ্র ও বৃক্ষের নাম দিয়েছেন। দ্বাদশ অধ্যায়ে তিনি বলেছেন—যাঁরা আমার অনন্যভক্ত, তাঁদের শীঘ্রই সংসার-সমুদ্র থেকে উদ্ধার করি। এখানে প্রস্তুত অধ্যায়ে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, এই সংসার বৃক্ষস্বরূপ, এর ছেদন করতে করতে যোগীগণ সেই পরমপদের খোঁজ করেন। দেখুন—

শ্রীভগবানুবাচ

ঊর্ধ্বমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।

ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ।।১।।

অর্জুন! **'ঊর্ধ্বমূলম্'**—ঊর্ধ্বে পরমাত্মাই-এর মূল, **'অধঃশাখম্'**—নিম্নদিকে প্রকৃতিই এর শাখাসমূহ, এইরূপ সংসাররূপ অশ্বত্থ বৃক্ষকে অবিনাশী বলা হয়। (বৃক্ষ অ-শ্বঃ অর্থাৎ কালপর্যন্তও যে থাকবেই, এটা বলা যায় না, যে কোন সময় ছেদন হতে পারে; কিন্তু অবিনাশী বলা হয়) শ্রীকৃষ্ণের অনুসারে অবিনাশী দুটি—এক সংসাররূপ বৃক্ষ অবিনাশী এবং দ্বিতীয় তার থেকেও শ্রেষ্ঠ পরম অবিনাশী। এই অবিনাশী সংসাররূপ বৃক্ষের পাতা বেদকে বলা হয়েছে। যিনি এই সংসাররূপ বৃক্ষকে জানেন, তিনিই বেদজ্ঞ।

যিনি এই সংসাররূপ বৃক্ষকে জানেন, তিনিই বেদজ্ঞাতা, গ্রন্থ পাঠকরা জানেন না। গ্রন্থ পাঠ করলে সেই পথে এগিয়ে যাবার প্রেরণালাভ হয় মাত্র। পত্রসমূহের

স্থানে বেদের কি প্রয়োজন? বস্তুতঃ পুরুষ পথভ্রান্ত হয়ে ঘুরতে ঘুরতে যখন অন্তিম জন্ম গ্রহণ করে, সেখান থেকেই বেদের সেই সকল ছন্দ (যা' কল্যাণের সৃজন করে) প্রেরণা প্রদান করে, তার পর থেকেই বেদের উপযোগ আরম্ভ হয় এবং সংসার শেষ হয়ে যায়। তিনি স্বরূপের দিকে এগিয়ে যান। এবং—

অধশ্চোর্ধ্বং প্রসৃতাস্তস্য শাখা
গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ।
অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি
কর্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে।।২।।

এই সংসাররূপ বৃক্ষ-এর শাখাসমূহ গুণত্রয়দ্বারা বর্ধিত ও বিষয়-ভোগরূপ পল্লববিশিষ্ট এবং অধোদেশ ও ঊর্ধ্বদেশে বিস্তৃত। নিম্নে কীট-পতঙ্গপর্যন্ত এবং ঊর্ধ্বে দেবভাব থেকে আরম্ভ করে ব্রহ্মাপর্যন্ত সর্বত্র বিস্তৃত এবং কেবল মনুষ্য-যোনিতে কর্মানুসারে আবদ্ধ করে, অন্য সমস্ত যোনি ভোগ উপভোগ করে। মনুষ্য-যোনিই কর্মানুসারে বন্ধন তৈরী করে।

ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে
নান্তো ন চাদির্ন চ সম্প্রতিষ্ঠা।
অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢমূল-
মসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢেন ছিত্বা।।৩।।

কিন্তু এই সংসার-বৃক্ষ-এর রূপ যেমন বলা হয়েছে, তেমন দেখা যায় না; কারন এর আদি নেই ও অন্তও নেই এবং এর স্থিতিও উত্তম নয় (কারণ এই বৃক্ষ পরিবর্তশীল)। এই দৃঢ়মূল সংসার-বৃক্ষকে দৃঢ় **'অসঙ্গশস্ত্রেণ'**- অসঙ্গ অর্থাৎ বৈরাগ্যরূপ শস্ত্র দ্বারা ছেদন করতে হবে। (সংসাররূপ বৃক্ষকে ছেদন করতে হবে। এমন নয় যে অশ্বত্থের মূলে পরামাত্মা বাস করেন অথবা অশ্বত্থপাতা বেদ আর শুরু করে দিলেন বৃক্ষের পূজা।)

এই সংসার-বৃক্ষ-এর মূল স্বয়ং পরমাত্মাই বীজরূপে প্রসারিত, তাহলে কি তাও ছেদন হবে? দৃঢ় বৈরাগ্য দ্বারা এই প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ হয়, একেই ছেদন বলা হয়। ছেদন করে কি করা হবে?—

ততঃ পদং তৎপরিমার্গিতব্যং
যস্মিন্‌গতা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে
যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী।।৪।।

দৃঢ় বৈরাগ্যরূপ শস্ত্রদ্বারা সংসার-বৃক্ষকে ছেদন করে সেই পরমপদ পরমেশ্বরের উত্তমরূপে অন্বেষণ করতে হয়, যাঁকে প্রাপ্ত হলে সংসারে আর পুনরাবৃত্তি হয় না অর্থাৎ পূর্ণ নিবৃত্তিলাভ হয়। কিন্তু তাঁর অন্বেষণ কিরূপে সম্ভব? যোগেশ্বর বলছেন, এরজন্য সমর্পণ আবশ্যক। যে পরমেশ্বর হতে পুরাতন সংসার-বৃক্ষের প্রবৃত্তি বিস্তৃত, সেই আদিপুরুষ পরমাত্মার শরণাগত আমি (তাঁর শরণাগত না হলে বৃক্ষ লুপ্ত হবে না।)। এখন শরণাগত, বৈরাগ্যে স্থিত পুরুষ কিরূপে বুঝবেন যে বৃক্ষ-ছেদন হয়েছে? তার পরিচয় কি? এই প্রসঙ্গে বলছেন—

নির্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা
অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসজ্ঞৈ-
র্গচ্ছন্ত্যমূঢাঃ পদমব্যয়ং তৎ।।৫।।

উপর্যুক্ত প্রকার সমর্পণদ্বারা যাঁদের মোহ ও মান নষ্ট হয়েছে, যাঁরা আসক্তিরূপ সঙ্গদোষজয়ী, '**অধ্যাত্মনিত্যা**'—পরমাত্মার স্বরূপে যাঁদের নিরন্তর স্থিতি, যাঁদের কামনা নিবৃত্ত হয়েছে এবং সুখ-দুঃখরূপ দ্বন্দ্ব থেকে বিমুক্ত জ্ঞানীগণ সেই অবিনাশী পরমপদ প্রাপ্ত হন। যতক্ষণ এই অবস্থালাভ না হয়, ততক্ষণ সংসার-বৃক্ষ ছেদন হয় না। বৈরাগ্যের প্রয়োজন এতদূরপর্যন্তই। সেই পরমপদের স্বরূপ কি? যা লাভ করা হয়?—

ন তদ্ভাসয়তে সূর্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্‌গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।।৬।।

সেই পরমপদকে সূর্য, চন্দ্র ও অগ্নি প্রকাশ করতে পারে না। যাঁকে লাভ করলে সংসারে আর পুনর্জন্ম হয় না, সেটাই আমার পরমধাম অর্থাৎ তাঁদের পুনর্জন্ম হয় না। এই পদলাভ করার অধিকার সকলের সমান। এই প্রসঙ্গে বলছেন—

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।

মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি।।৭।।

'জীবলোকে' অর্থাৎ এই দেহে (দেহকেই লোক বলে) এই জীবাত্মা আমারই সনাতন অংশ এবং সেই ত্রিগুণময়ী মায়াতে স্থিত মন ও পঞ্চেন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করে। কিরূপে?–

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।

গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ।।৮।।

বায়ু যেমন গন্ধস্থান থেকে গন্ধ আহরণ করে, তেমনি দেহের স্বামী জীবাত্মা যে পূর্বদেহ ত্যাগ করে, সেই দেহ থেকে মন ও জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহের কার্য-কলাপ গ্রহণ করে (আকর্ষণ করে, সঙ্গে নিয়ে) আবার যে নতুন দেহ লাভ করে, তাতে প্রবেশ করে। (যখন নতুন দেহ পরের মুহূর্তেই লাভ হয় তখন আটার পিণ্ড তৈরী করে কাকে অর্পণ করেন? গ্রহণ কে করে? সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন যে, এই অজ্ঞান তোমার কোত্থেকে উৎপন্ন হল যে এই পিণ্ডোদক ক্রিয়া লুপ্ত হবে।) সেখানে করে কি? মনসহিত ছয়টি ইন্দ্রিয় কে কে?

শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনং চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।

অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে।।৯।।

সেই দেহস্থিত জীবাত্মা কর্ণ, চক্ষু, ত্বক্, জিহ্বা, নাসিকা ও মনকে আশ্রয় করে অর্থাৎ এদের সাহায্যেই বিষয়সমূহ উপভোগ করেন। এইরূপ দেখা যায় না, সকলে তাঁর দর্শন করতে সমর্থ হয় না, এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন–

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।

বিমূঢা নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ।।১০।।

যিনি দেহান্তরে গমন করেন, যিনি দেহে অবস্থানপূর্বক বিষয়ভোগ করেন অথবা যিনি ত্রিগুণের সঙ্গে সংযুক্ত হন, সেই জীবাত্মাকে মূঢ়, অজ্ঞানী ব্যক্তিগণ জানতে পারে না। কেবল জ্ঞানরূপ চক্ষুদ্বারা জ্ঞানিগণই তাঁকে জানতে পারেন, দর্শন করেন। এখন সেই দৃষ্টি কিরূপে লাভ হবে? এখন দেখুন–

যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্।
যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ।।১১।।

যোগীগণ স্বীয় হৃদয়ে চিত্তকে সর্বদিক্ থেকে রুদ্ধ করে এই আত্মাকে যত্নপূর্বক প্রত্যক্ষ দর্শন করেন; কিন্তু অকৃতার্থ আত্মা যাদের অর্থাৎ মলিন অন্তঃকরণ যাদের, সেই অজ্ঞানীগণ যত্নশীল হলেও এই আত্মাকে জানতে পারে না (কারণ তাদের অন্তঃকরণ বাহ্য প্রবৃত্তিসমূহে বিক্ষিপ্ত এখন)। চিত্তকে সর্বদিক্ থেকে রুদ্ধ করে অন্তরাত্মাতে যত্নশীল ভাবুকগণই তাঁকে লাভ করার যোগ্য। অতএব অন্তঃকরণ থেকে নিরন্তর সুমিরণ আবশ্যক। এখন সেই মহাপুরুষগণের স্বরূপে যে সমস্ত বিভূতিলাভ হয় (যা' পূর্বেও বলেছেন), সেই সকলের উপর আলোকপাত করলেন—

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্।।১২।।

যে জ্যোতিঃ সূর্যে স্থিত হয়ে সমগ্র জগৎকে প্রকাশিত করে, যে তেজ চন্দ্রে ও অগ্নিতে আছে, সেই জ্যোতিঃ তুমি আমার জানবে। এখন সেই প্রসঙ্গে বলছেন—

গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ।।১৩।।

আমিই পৃথিবীতে প্রবেশ করে স্বীয় শক্তিদ্বারা ভূতসকলকে ধারণ করি এবং চন্দ্রে রসস্বরূপ হয়ে সকল বনস্পতিদের পুষ্ট করি।

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্।।১৪।।

আমিই প্রাণিগণের দেহে বৈশ্বানর অগ্নিরূপে স্থিত হয়ে প্রাণ ও অপান বায়ুর সঙ্গে সংযুক্ত চতুর্বিধ অন্নকে পরিপাক করি।

চতুর্থ অধ্যায়ে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ইন্দ্রিয়াগ্নি, সংযমাগ্নি, যোগাগ্নি, প্রাণ-অপানাগ্নি, ব্রহ্মাগ্নি প্রভৃতি তেরো-চৌদ্দটি অগ্নির উল্লেখ করেছেন, এদের সকলের পরিণাম জ্ঞানরূপেই পরিভাষিত হয়েছে। জ্ঞানকেই অগ্নি বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, এইরূপ অগ্নিস্বরূপ হয়ে প্রাণ ও অপানের সঙ্গে সংযুক্ত চার প্রকার বিধিদ্বারা

(জপ সর্বদা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে হয়, জপের চার বিধি—বৈখরী, মধ্যমা, পশ্যন্তি ও পরা এই চার বিধি দ্বারা) প্রস্তুত অন্নকে আমিই পরিপাক করি।

শ্রীকৃষ্ণের অনুসারে ব্রহ্মই একমাত্র অন্ন, যারদ্বারা আত্মা পূর্ণ তৃপ্ত হয় আর কখনও অতৃপ্ত হয় না। দেহের পোষক প্রচলিত অন্নকে যোগশ্বর আহারের নাম দিয়েছেন (যুক্তাহার ......।) বাস্তবিক অন্ন পরমাত্মা। বৈখরী, মধ্যমা, পশ্যন্তী ও পরা এই চারটি বিধি পেরিয়ে সেই অন্ন পরিপক্ক হয়। একেই অনেক মহাপুরুষ নাম, রূপ, লীলা ও ধাম বলেছেন। সর্বপ্রথম নাম-জপ করা হয়, ক্রমশঃ হৃদয়ে ইষ্টের স্বরূপ প্রকট হতে থাকে, তার পরে তাঁর লীলার বোধ জাগে যে, সেই ঈশ্বর কিভাবে কণায়-কণায় ব্যাপ্ত? কিভাবে তিনি সর্বত্র কার্য করেন? এইরূপ হৃদয়ে-দেশে ক্রিয়াকলাপের দর্শনই তাঁর লীলা (বাহ্য রামলীলা-রাসলীলা নয়) এবং সেই ঈশ্বরীয় লীলার প্রত্যক্ষ অনুভূতি করতে করতে যখন মূললীলাধারীর স্পর্শলাভ হয়, তখন ধামের অবস্থালাভ হয়। তাঁকে জানার পর সাধক তাঁতে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া ও পরাবাণীর পরিপক্কাবস্থাতে পরব্রহ্মের স্পর্শ করে তাঁতে স্থিত হওয়া, দু-ই একসঙ্গে হয়।

এইরূপ প্রাণ ও অপান অর্থাৎ নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাসের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে চার বিধি দ্বারা অর্থাৎ বৈখরী, মধ্যমা, পশ্যন্তী ও ক্রমশঃ পরা সম্পূর্ণ হয় যখন, তখন সেই 'অন্ন' (ব্রহ্ম) পরিপক্ক হয়ে যায়, লাভও হয়, পরিপাক ও হয় এবং পাত্র পরিপক্কই হয়।

সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ।
বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্।।১৫।।

আমিই সকল প্রাণীর হৃদয়ে অন্তর্যামীরূপে স্থিত আছি। আমার দ্বারাই স্বরূপের স্মৃতি (সুরতি, যে তত্ত্ব পরমাত্মা বিস্মৃত, তাঁর স্মরণ হয়ে আসা) উৎপন্ন হয়, (এই লক্ষণ প্রাপ্তিকালের) স্মৃতির সঙ্গে জ্ঞান (সাক্ষাৎকার) ও 'অপোহনম্' অর্থাৎ সকলবাধা শান্ত আমার দ্বারাই হয়। সকল বেদ মধ্যে যা' জানার যোগ্য তা আমি। বেদান্তের কর্তা অর্থাৎ 'বেদস্য অন্তঃ সঃ বেদান্ত' (পৃথক্ ছিলেন তবেই তো অনুভব হল, যখন

জানার সঙ্গে সঙ্গে সেই স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন তখন আর কে কাকে জানতে চাইবেন?) বেদান্তের কর্তা আমি এবং 'বেদবিৎ'ও অর্থাৎ বেদের জ্ঞাতাও আমিই। অধ্যায়ের আরম্ভে তিনি বলেছিলেন যে, এই সংসার বৃক্ষের ন্যায়। ঊর্ধ্বে পরমাত্মা মূল এবং নিম্নে প্রকৃতিপর্যন্ত বিস্তৃত তার শাখাসমূহ। যিনি এই মূল থেকে প্রকৃতির বিভাজন করে একে জানেন, মূলসহ জানেন, তিনিই বেদবিৎ। এখানে যোগেশ্বর বলছেন যে, আমি বেদবিৎ। শ্রীকৃষ্ণ নিজের তুলনা বেদজ্ঞ মহাপুরুষগণের সঙ্গে করলেন। শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষ, যোগীগণের মধ্যে পরমযোগী ছিলেন। এই প্রশ্ন এখানেই সম্পূর্ণ হল। এখন বলছেন যে, এই সংসারে পুরুষের স্বরূপ দুই প্রকারের—

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে।।১৬।।

অর্জুন! এই সংসারে পুরুষ দুই প্রকারের 'ক্ষর'-ক্ষয়শীল, পরিবর্তনশীল এবং দ্বিতীয় '**অক্ষর**'- অক্ষয়, অপরিবর্তনশীল। তন্মধ্যে প্রথম সকল ভূতপ্রাণীগণের শরীর বিনাশশীল, আজ আছে কাল থাকবে না এবং দ্বিতীয় কূটস্থ পুরুষকেই অবিনাশী বলা হয়। সাধনের দ্বারা যাঁর মন ও ইন্দ্রিয়সমূহ নিরুদ্ধ অর্থাৎ যাঁর ইন্দ্রিয়সমূহ কূটস্থ, তাঁকে অক্ষর বলা হয়। এখন আপনি স্ত্রী অথবা পুরুষ যা হোন না কেন, যদি দেহ ও দেহের উৎপত্তির কারণ সংস্কারের ক্রম বিদ্যমান, তাহলে আপনি ক্ষর পুরুষ এবং যদি মন ও ইন্দ্রিয়সমূহ কূটস্থ হয়ে যায়, তাহলে তিনিই অক্ষর পুরুষ। কিন্তু এটাও পুরুষের অবস্থা-বিশেষই। এই দুইয়ের থেকেও শ্রেষ্ঠ এক 'অন্য' পুরুষও রয়েছেন—

উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ।।১৭।।

এই উভয় থেকে অতি উত্তম পুরুষ তো অন্যই, যিনি ত্রিলোকে অবস্থিত হয়ে সকলের ধারণ-পোষণ করেন এবং তাঁকে অবিনাশী, পরমাত্মা, ঈশ্বর বলা হয়েছে। পরমাত্মা, অব্যক্ত, অবিনাশী, পুরুষোত্তম এই সমস্ত শব্দগুলি তাঁর পরিচায়ক, বস্তুতঃ তিনি 'অন্য' অর্থাৎ অনির্বচনীয়। ক্ষর-অক্ষর থেকে অতীত মহাপুরুষের চূড়ান্ত অবস্থা এটা, যাঁকে পরমাত্মা বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে; কিন্তু তিনি 'অন্য' অর্থাৎ অনির্বচনীয়। সেই স্থিতিতে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ নিজেরও পরিচয় দিলেন। যথা—

যস্মাৎক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।

অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ।।১৮।।

আমি উপর্যুক্ত বিনাশশীল, পরিবর্তনশীল ক্ষেত্র থেকে সর্বথা অতীত এবং অক্ষর-অবিনাশী কূটস্থ পুরুষ থেকেও উত্তম, সেইজন্য লোক ও বেদে আমি পুরুষোত্তম নামে প্রসিদ্ধ।

যো মামেবমসম্মূঢো জানাতি পুরুষোত্তমম্।

স সর্ববিদ্ভজতি মাং সর্বভাবেন ভারত।।১৯।।

হে ভারত ! উপর্যুক্ত এইপ্রকার যে জ্ঞানী পুরুষ আমাকে, পুরুষোত্তমকে সাক্ষাৎ জানেন, তিনি সর্বজ্ঞ পুরুষ, তিনি সর্বপ্রকারে পরমাত্মারূপ আমাকেই ভজনা করেন। তিনি আমার থেকে পৃথক্ নন।

ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ।

এতদ্‌বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্‌স্যাৎকৃতকৃত্যশ্চ ভারত।।২০।।

হে নিষ্পাপ অর্জুন ! এইরূপ অতিগোপনীয় শাস্ত্র আমার দ্বারা বলা হল। এই তত্ত্ব অবগত হয়ে মানুষ পূর্ণজ্ঞাতা ও কৃতার্থ হন। অতএব যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের এই বাণী স্বয়ং-ই পূর্ণ শাস্ত্র।

শ্রীকৃষ্ণের এই রহস্য অত্যন্ত গুপ্ত ছিল। তিনি কেবল অনুরাগীদেরই বলেছেন। এই বিষয় কেবল অধিকারীর জন্য, সকলের জন্য নয়। কিন্তু যখন এই রহস্য (শাস্ত্র) সম্বন্ধেই লেখা হয়, শাস্ত্র সকলের জন্য সুলভ হয়, তখন মনে হয় যে শ্রীকৃষ্ণ সকলকেই বলেছেন; কিন্তু বস্তুতঃ এই রহস্য (শাস্ত্র) শুধু অধিকারীর জন্যই। শ্রীকৃষ্ণের সেই অলৌকিক স্বরূপ সকলের দর্শন করার জন্য ছিলও না। কেউ তাঁকে রাজা বলে জানতেন, কেউ দূত এবং কেউ তাঁকে যদুবংশীয় বলেই মনে করতেন; কিন্তু অধিকারী অর্জুনের কাছে কিছু গোপন করেননি। অর্জুন অনুভব করলেন যে তিনি পরমসত্য পুরুষোত্তম। শ্রীকৃষ্ণ গোপন করলে অর্জুনের কল্যাণ সম্ভব ছিল না।

এই বিশেষত্ব ভগবৎপ্রাপ্ত প্রত্যেক মহাপুরুষের মধ্যে পাওয়া যায়। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব একবার খুব আনন্দিত হয়েছিলেন। তখন ভক্তগণ জিজ্ঞাসা

করেছিলেন–"আজ আপনি যে খুব আনন্দিত।" তিনি বলেছিলেন–"আজ আমি 'সেই' পরমহংস হয়ে গেছি।" তাঁর সমকালীন কোন শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ পরমহংস ছিলেন, তিনি তাঁর দিকেই ইঙ্গিত করেছিলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি অনুগামী সাধকদের, যাঁরা কায়মনোবাক্যে বৈরাগ্য লাভের আশায় তাঁর অনুগামী, তাঁদের বলেছিলেন– "দেখ, তোমরা আর সন্দেহ করো না। আমিই সেই রাম যিনি ত্রেতাযুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন, আমিই সেই কৃষ্ণ যিনি দ্বাপরযুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন। আমি তাঁদেরই পবিত্র আত্মা, সেই স্বরূপ। যদি ভগবৎপ্রাপ্তির ইচ্ছা কর তাহলে আমার স্বরূপ দেখ।

এইরূপ 'পূজ্য মহারাজজী'ও সকলকে বলতেন–"হো, আমি ভগবানের দূত। যিনি প্রকৃত সন্ত, তিনি ভগবানের দূত হন। আমাদের দ্বারাই তাঁর সন্ধান পাওয়া যায়।" যীশুখৃষ্ট বলেছিলেন–"আমি ভগবানের পুত্র, আমার কাছে এসো- তাহলে ঈশ্বরের পুত্র বলে অভিহিত হবে।" অতএব সকলেই পুত্র হতে পারেন। সান্নিধ্যে আসার তাৎপর্য তাঁরা সাধনা করে যে ব্রহ্মে স্থিত হয়েছেন, সাধনা-ক্রমে চলে তা' সম্পূর্ণ করতে হবে। মহম্মদ সাহেবও বলেছিলেন--"আমি আল্লার রসূল, সংবাদবাহক।" 'পূজ্য মহারাজজী' সকলে এটুকু বলতেন–কারো বিচার খণ্ডন করেননি তিনি। বৈরাগ্যযুক্ত অনুগামীদের বলতেন–"কেবল আমার স্বরূপ দেখ। যদি তুমি সেই পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে জানতে চাও তাহলে আমাকে দেখ, সন্দেহ করো না।" যাঁরা সন্দেহ করতেন তাঁদের অনুশাসনের মধ্যে রেখে, অন্তরে অনুভব-সঞ্চার করে, বাহ্য সমস্ত বিচার থেকে সরিয়ে, যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের অনুসারে (অধ্যায় ২/৪০-৪৩) অনন্ত পূজা-পদ্ধতি যার অন্তর্গত, নিজের স্বরূপে নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি অদ্যাবধি মহাপুরুষরূপে অবস্থিত। এইরূপ শ্রীকৃষ্ণের স্থিতি গোপনীয় ছিল; কিন্তু নিজের অনন্য ভক্ত পূর্ণ অধিকারী অনুরাগী অর্জুনের প্রতি তিনি তা প্রকাশ করেছিলেন। প্রত্যেক ভক্তের জন্য সম্ভব, মহাপুরুষ লক্ষ্য-লক্ষ্য পরিচালিত করেন।

নিষ্কর্ষ –

বর্তমান অধ্যায়ের শুরুতে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন, একটা অশ্বত্থ বৃক্ষের ন্যায় এই সংসার। অশ্বত্থ একটা উদাহরণ মাত্র। ঊর্ধ্বে এর মূল পরমাত্মা এবং নিম্নে প্রকৃতিপর্যন্ত বিস্তৃত এর শাখা- প্রশাখা। যিনি এই বৃক্ষকে সম্পূর্ণরূপে জানেন, তিনি বেদজ্ঞ। এই সংসার-বৃক্ষের শাখাসমূহ ঊর্ধ্বদেশে এবং অধোদেশে সর্বত্র বিস্তৃত

এবং '**মূলানি**'-এর মূলের জাল ঊর্ধ্বে এবং নিম্নে সর্বত্র ব্যাপ্ত; কারণ সেই 'মূল' ঈশ্বর ও তিনিই বীজরূপে প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে বাস করেন।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটি পৌরাণিক কাহিনী প্রস্তুত করা হয়েছে। একবার পদ্মফুলের উপর বসে ব্রহ্মা বিচার করছিলেন যে, আমার উৎপত্তি স্থান কোথায়? কোথায় আমার জন্ম হয়েছিল? তিনি সেই পদ্মফুলের নালে প্রবেশ করে অনবরত এগিয়ে যেতে লাগলেন; কিন্তু নিজের উদ্‌গম দেখতে পেলেন না। তখন তিনি হতাশ হয়ে পদ্মাসনে বসে পড়লেন। চিত্ত নিরুদ্ধ করার প্রচেষ্টা করতে লাগলেন এবং ধ্যান দ্বারা তিনি নিজের মূল উৎস কোথায় তা খুঁজে পেলেন, পরমতত্ত্বের সাক্ষাৎকার করে তাঁর স্তব করলেন। পরমস্বরূপের দ্বারা অবগত হলেন যে, আমি সর্বত্র বিরাজমান, কিন্তু আমার প্রাপ্তিস্থান হৃদয়। হৃদয়-দেশ-এ যিনি ধ্যান করেন, তিনি আমাকে লাভ করেন।

ব্রহ্মা প্রতীক স্বরূপ। যোগসাধন-এর পরিপক্ক অবস্থাতে এই স্থিতি জাগ্রত হয়। ঈশ্বর লাভে ব্রহ্মবিদ্যার সঙ্গে সংযুক্ত বুদ্ধিকেই ব্রহ্মা বলা হয়। পদ্মফুল জলে অবস্থিত হয়েও নির্মল ও নির্লিপ্ত থাকে। বুদ্ধি যতক্ষণ এদিক্-সেদিক্ সন্ধান করে, ততক্ষণ লাভ করতে পারে না; কিন্তু যখন সেই বুদ্ধিই নির্মলতার আসনে স্থির হয়ে মন ও ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযম করে হৃদয়-দেশে নিরুদ্ধ করে এবং সেই নিরুদ্ধ মন ও ইন্দ্রিয়সমূহও যখন বিলীন হয়ে যায়, তখন স্বীয় হৃদয়ে পরমাত্মাকে লাভ করে।

যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের অনুসারে সংসার বৃক্ষস্বরূপ, যার মূল এবং শাখাসমূহ সর্বত্র বিস্তৃত। '**কর্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে**'– কর্মানুসারে কেবল মনুষ্য যোনিতে বন্ধন তৈরী করে, আবদ্ধ করে। অন্য যোনিতে যাঁদের জন্ম হয়, তারা কর্মের অনুসারে ভোগ উপভোগ করে। অতএব দৃঢ় বৈরাগ্য রূপ শস্ত্রদারা এই সংসার-বৃক্ষকে তুমি ছেদন কর এবং সেই পরমপদের অনুসন্ধান কর, যে মহর্ষিগণ তাঁকে লাভ করেছেন, তাঁদের পুনর্জন্ম হয় না।

কিরূপে জানা যাবে যে, সংসার-বৃক্ষ ছেদন হয়েছে? যোগেশ্বর বলছেন যে, যিনি মান ও মোহমুক্ত, যিনি সঙ্গাদোষ জয় করেছেন, যাঁর কামনা নিবৃত্ত হয়েছে এবং যিনি দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত, তিনি সেই পরমতত্ত্বলাভ করেন। সেই পরমপদকে সূর্য, চন্দ্র বা অগ্নি কেউ প্রকাশিত করতে পারে না, সেই পদ স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ। যাঁকে

লাভ করলে সংসারে আর ফিরে আসতে হয় না, সেটাই আমার পরমধাম, এই ধাম লাভ করার অধিকার সকলের, কারণ এই জীবাত্মা আমারই শুদ্ধ অংশ।

জীবাত্মা দেহত্যাগের সময় মন ও পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ সঙ্গে নিয়ে যায় অর্থাৎ নতুন দেহে প্রবেশ করে। সংস্কার সাত্ত্বিক হলে সাত্ত্বিক স্তরে গিয়ে পৌঁছয়, রাজসিক হলে মধ্যম স্থানে এবং তামসিক হলে জঘন্য যোনিতে জন্ম হয়। জীবাত্মা ইন্দ্রিয়সমূহের অধিষ্ঠাতা মনের সাহায্যে সকল বিষয়কে উপভোগ করে। একে দেখতে পাওয়া যায় না, জ্ঞান সেই দৃষ্টি যার মাধ্যমে একে দেখা সম্ভব। কোন বিষয় মুখস্থ করে নেওয়াটাই জ্ঞান নয়। যোগীগণ চিত্ত হৃদয়ে সংযম করে প্রযত্নপূর্বক তাঁকে দর্শন করেন, অতএব জ্ঞান হল সাধনগম্য। শাস্ত্রাধ্যয়ন দ্বারা তাঁর প্রতি অনুরাগ উৎপন্ন হয়। সংশয়যুক্ত, অকৃতাত্মা ব্যক্তিগণ যত্নশীল হলেও এঁকে দেখতে পায় না।

এখানে প্রাপ্তিস্থানের বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব সেই অবস্থাতে বিভূতিসমূহের প্রবাহ স্বাভাবিক। সে সকলের উপর আলোকপাত করে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, সূর্য ও চন্দ্রে যে প্রকাশ আছে, সেই প্রকাশ আমার জানবে, অগ্নিতে যে তেজ আছে, সেই তেজও আমার। আমিই প্রচণ্ড অগ্নিরূপে চারবিধি দ্বারা পরিপক্ক অন্নকে পরিপাক করি। শ্রীকৃষ্ণের বাণীতে অন্ন একমাত্র বহ্ম- **'অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ' (তৈত্তিরীয় উপনিষদ, ২/১)** যাকে লাভ করে এই আত্মা পূর্ণ তৃপ্ত হয়। বৈখরী থেকে পরাপর্যন্ত পূর্ণ পরিপক্ক হয়ে অন্ন পরিপাক হয়ে যায়, সেই পাত্রও বিলীন হয়। এই অন্ন আমিই পরিপাক করি অর্থাৎ সদ্গুরু রথী না হলে, এই উপলব্ধি সম্ভব নয়।

এই বিষয়ের উপর জোর দিয়ে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় বললেন, সকল প্রাণীর অন্তর্দেশে অবস্থিত হয়ে আমিই স্মৃতি প্রদান করি। বিস্মৃত স্বরূপের স্মৃতি প্রদান করি। স্মৃতির সঙ্গে যে জ্ঞানলাভ হয় তা' আমি। এই জ্ঞানলাভের পথে যে বাধা উপস্থিত হয়, সেই বাধা আমিই দূর করি। আমিই জ্ঞাতব্য এবং বিদিত হলে জ্ঞানের অন্তকর্তাও আমি। কে কাকে জানবার জন্য প্রযত্নশীল হবে? আমি সেই বেদবিৎ। অধ্যায়ের প্রারম্ভে বলেছিলেন, যিনি সংসার-বৃক্ষকে সম্পূর্ণরূপে জানেন, তিনিই বেদবিৎ। যিনি এই সংসার-বৃক্ষকে ছেদন করেন, তিনিই একে জানতে পারেন। এখানে বলছেন আমিই বেদবিৎ। সেই বেদবিৎগণের মধ্যে নিজের গণনাও করলেন অতএব শ্রীকৃষ্ণও এখানে বেদবিৎ পুরুষোত্তম তাঁকে লাভ করার অধিকার মানুষ মাত্রেরই।

পরিশেষে বললেন যে, দুই প্রকারের পুরুষ এই পৃথিবীতে আছেন। সকল ভূতপ্রাণীর দেহ ক্ষর। মন যখন কূটস্থ হয়, তখন এই পুরুষকে অক্ষর বলা হয়; অক্ষর হলেও এখনও দ্বন্দ্বাত্মক এবং এর থেকেও অতীত যাঁকে পরমাত্মা, পরমেশ্বর, অব্যক্ত ও অবিনাশী বলা হয়, তিনি বস্তুতঃ অন্য। এই অবস্থা ক্ষর-অক্ষর-এর ঊর্ধ্বে; একেই পরমস্থিতি বলা হয়। এরসঙ্গে তুলনা করে বললেন, আমিও ক্ষর-অক্ষর-এর ঊর্ধ্বে, আমি সেই, তাই লোকে আমাকে পুরুষোত্তম বলে। এইরূপ যাঁরা উত্তমপুরুষকে জানেন, সেই জ্ঞানী ভক্তগণ সদা আমার ভজনা করেন। তাদের জ্ঞানে পার্থক্য নেই। অর্জুন! এই অত্যন্ত গোপনীয় রহস্য সম্বন্ধে আমি তোমাকে বললাম। ভগবৎপ্রাপ্ত মহাপুরুষগণ সকলের সম্মুখে এসমস্ত কথা বলেন না; কিন্তু অধিকারী ভক্তের কাছে কিছু গোপন করেন না। গোপন করলে ভক্তের কল্যাণ কি করে হবে?

বর্তমান অধ্যায়ে আত্মার তিনটি স্থিতির বর্ণনা ক্ষর-অক্ষর এবং অতি উত্তম পুরুষের রূপে স্পষ্ট করা হয়েছে, যেমন এর আগে কোন অধ্যায়ে বলা হয়নি, অতএব–

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে 'পুরুষোত্তমযোগো' নাম পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ।।১৫।।

এই প্রকার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপী উপনিষদ্ এবং ব্রহ্মবিদ্যা তথা যোগশাস্ত্র বিষয়ক শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের সংবাদে 'পুরুষোত্তম যোগ' নামক পঞ্চদশ অধ্যায় পূর্ণ হল।

ইতি শ্রীমৎপরমহংস পরমানন্দস্য শিষ্য স্বামী অড়গড়ানন্দকৃতে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াঃ 'যথার্থগীতা' ভাষ্যে 'পুরুষোত্তমযোগো' নাম পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ।।১৫।।

এই প্রকার শ্রীমৎপরমহংস পরমানন্দজীর শিষ্য স্বামী অড়গড়ানন্দকৃত 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'র ভাষ্য 'যথার্থ গীতা'তে 'পুরুষোত্তম যোগ' নামক পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত হল।

।। হরিঃ ওঁ তৎসৎ।।